পরবর্তীতে আমি তাকে প্রশ্ন করি আপনি হত্যা মামলার আসামী করতে আমার কাছে এসেছেন অথচ এ হত্যাটি এক বছর আগে সংগঠিত হয় এবং তার চর্জশীটও হয়ে গিয়েছে। মৃত ব্যক্তির দুই ভাই আমার বিশেষ পরিচিত এবং প্রতিবেশী। অতএব চলুন তাদের সাথে কথা বলি এ ব্যাপারে তারা কি বলেন। এতে করে পুলিশ ইতস্তত বোধ করে এবং আমাকে বলল আজকে খুব ব্যস্ত আগামীকাল আসব। এই বলে আমার অফিস ত্যাগ করে আর কোন দিনই আসেননি।

অবশেষে আসল সেই ঐতিহাসিক দিন। পুরো দুই দশক কাজ, আলোচনা, সমালোচনা, প্রতিবন্ধকতা ও তিক্তরস পান করে, সুধা (মঠবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে) পৌছে দিলাম ২০/১ ধারায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের হাতে। আমার লেখায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ ঘটনা রটনা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম, যা ছিল খুবই নির্মম ও দুঃখজনক।
মনে পড়ে মঠবাড়ীতে প্রথম দিকে মিটিং এর জন্য ঢাকা থেকে সকালে নাস্তা খেয়ে আসতাম আমি ও যোসেফ রোজারিও সারা দিন নানা বিধ সমস্যা নিয়ে মিটিং করতাম। কারণ সমস্যার অন্ত ছিল না। এরই মধ্যে কয়েক কাপ চা ও টোস্ট বিস্কুট তারপর সন্ধ্যায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ান দিতাম। তখন যোগাযোগের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। রাত দশটায় বাসায় ফিরে পরিবারের সাথে বসে রাত্রের আহার গ্রহণ করতাম। আমার পরিবারকে কোন সময় দেওয়ার সুযোগ আমার ছিল না। প্রতি সপ্তাহে বা অন্য ছুটি সবই মঠবাড়ীর জন্য বরাদ্দ ছিল। একদিন আমার বড় মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা ক'বে তোমার মঠবাড়ী কাজ শেষ হবে? আমি ঐ কচিমুখের কঠিন প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারলাম না। এদিকে আমার স্ত্রী সম্পূর্ন নির্বাক, তার ত্যাগের ঋণ এ জনমে আমার পক্ষে শোধ করা সম্ভব না। স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কখনো বেড়াতে যাওয়ার সময়ও আমার হাতে থাকত না। এক পর্যায়ে আমার পরিবার ও আমি ভুলে গেলাম বৎসরে দুই একবার স্ব-পরিবারে কোথায়ও বেড়াতে যেতে হয়।

স্বর্গীয় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'কে বলেছিলাম স্কুল ২০(১) ধারায় দিয়ে দিলাম অতএব এবার আমাকে বাদ দিয়ে দিন। তিনি উত্তর দিলেন, কাকে আমি কমিটিতে রাখব তা তোমাকে জিজ্ঞাস করব না। আমি ভাবলাম, এবার মুক্তি পেলাম। কিন্তু না তিনি নমিনেশনে আমাকে এক নম্বরে রাখলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম কেন আমাকে কমিটিতে রেখেছেন? তিনি আদর করে বললেন, নিকোলাস এই স্কুলের মাটি, ইট-পাটকেল, সিমেন্ট-বালি তোমার কথা বলে। বিশপ থিয়োটনিয়াস একজন নরম মনের সাধু পুরুষ। তার সাথে তোমাকে অবশ্যই থাকতে হবে। স্বর্গীয় আর্চবিশপ মহোদয় পূর্ব অনুমতি ছাড়া কারো সাথে দেখা করতেন না। অথচ মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্ব থেকেই আমার সাথে প্রতিবারই পূর্ব অনুমতি ছাড়াই বহুবার সাক্ষাৎ দিয়েছেন, এমনকি এক সাক্ষাতের সময় আমার সাথে তিনি দ'ঘন্টারও অধিক সময় ধরে বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করেন ও পরামর্শ দেন। আজও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয় সেই মহান ব্যক্তিত্বের কথাগুলো। মহান সৃষ্টিকর্তা তার আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

যারা কর্ম জীবনে আমার বিরোধিতা করেছেন, তাদের সাধুবাদ জানাই কারণ সেই দিন বুঝতে পরিনি যে, সে আপনারাই আমার প্রকৃত বন্ধু, কারণ আপনাদের প্রতিবাদই আমার সঠিক পথে চলার সঠিক কাজটি করার এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার পথ দেখিয়েছে। চলার পথে যারা আমাকে সহযোগীতা করেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আপনাদের জন্য আজ মঠবাড়ী বালিকা দ্যিালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মান, মঠবাড়ী খ্রিস্টন কো-অপারেঠিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের "জুবলী হাউজ" ও মঠবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, যার মাধ্যমে ১৫টি বছর জাতি ধর্ম নির্বিশেষ সকলকে সেবা দিতে সক্ষম হয়েছি।

আমি বিশ্বস করি, আমি সৃষ্টিকর্তার হাতে ধরা এক টুকরা পেন্সিল মাত্র তা দিয়ে তিনি যা খুশি লিখেন। আমার এই ব্যস্ততম কর্মময় সময়ে আমার কারণে যদি কেউ ব্যাথা বা কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে তাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী আমাকে ক্ষমা করে দিবেন কারণ আমি আপনাদেরই লোক।

"সুস্থ মননশীলতার মা তৈরীর কারখানা মঠবাড়ী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো অপারেটিভ কেডিট ইউনিয়ন জাতি গঠনের জন্য হউক মাইল ফলক"।